মেহেরপুরের আমদহে অ্যাড. কামরুল হাসানের লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের বিএনপির ৩১ দফা দাবি প্রচারের অংশ হিসেবে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৫টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আমদহ বাজারে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি এলাকাবাসীর হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, মীর ফারুক, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল বিশ্বাস, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, আমদহ ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন, বিএনপি নেতা নাহিদ আহমেদসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসন বিলুপ্ত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন

স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসন বিলুপ্ত করে ভিন্ন অধিদপ্তরে একীভূত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন, মেহেরপুর শাখা।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি চামেলি ইয়াসমিন। এ সময় বক্তব্য দেন সহ-সভাপতি আসাদুল হক, সাধারণ সম্পাদক তুষার বিশ্বাস, স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও মিডওয়াইফারি প্রতিনিধি আমেনা খাতুন, সুশিলা মণ্ডল, সুজন সরকারসহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, ৪৮ বছরের ঐতিহ্য, অর্জন ও প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য বহনকারী নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে অন্য অধিদপ্তরে একীভূত করার উদ্যোগ নার্সদের পেশাগত মর্যাদা ও স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। তারা এ ধরনের পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বক্তারা আরও বলেন, “স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসন বিলুপ্তির এই অশুভ উদ্যোগ রুখে দিতে আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।” একই সঙ্গে তারা পেশার বিদ্যমান জটিলতা নিরসন ও বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের উপস্থাপিত দাবিগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

মানববন্ধনে জেলা শাখার বিভিন্ন স্তরের নার্স ও মিডওয়াইফরা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপরে সাবেক জনপ্রতিনিধির হাতে নির্মাণ হচ্ছে পাঁচতলা ভবন

মেহেরপুর জেলা শহরের আদালতপাড়ায় একাই পাঁচতলা ভবনের নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রামের এক সাবেক জনপ্রতিনিধি মো. একরামুল হক। পেশায় সৌখিন রাজমিস্ত্রি হলেও এলাকাবাসীর চোখে তিনি একজন আদর্শবান মানুষ, সমাজসেবক ও পরিশ্রমী নাগরিক।

বিনা পারিশ্রমিকে নিজের ওয়ার্ডের শতাধিক দুস্থ পরিবারের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন তিনি। দেশে এটাই প্রথম ঘটনা, যেখানে একজন ব্যক্তি শ্রমিক ও মিস্ত্রি দুয়ের ভূমিকায় একাই বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। প্রতিদিনই অনেকে তার কাজ দেখতে আসছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা একরামুল হক আদালতপাড়ায় নিজের জমিতে নির্মাণ করছেন একটি আধুনিক ভবন। ইতোমধ্যে পঞ্চম তলার ছাদ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হয়ে সেখানে ভাড়াটিয়াও উঠেছেন। তৃতীয় থেকে পঞ্চম তলার কাজ এখনও চলমান।

কোনো নির্মাণশ্রমিক ছাড়াই তিনি নিজেই এই ভবনের মিস্ত্রি ও সহকারী। টাইলসের কাজও করছেন নিজ হাতে। একাই সিমেন্ট-বালু মাখানো, মাথায় করে ইট তোলা, সিমেন্ট-বালু দিয়ে ইটের পর ইট গাঁথা সবকিছুই তিনি করছেন একা।

প্রথম দিকে মাটি খোঁড়ার কাজে শ্রমিক নিয়েছিলেন। প্রতিটি ছাদ ঢালাইয়ের দিনও কিছু অতিরিক্ত লোকবল নিয়েছেন নিরাপত্তার জন্য। তবে বাকি সব কাজ নিজেই করছেন এই পরিশ্রমী মানুষটি। তার আশা, আগামী ছয় মাসের মধ্যে পুরো ভবন নির্মাণ শেষ করবেন।

ব্যক্তিজীবনে একরামুল হক একজন বহুমাত্রিক মানুষ কখনো কৃষক, কখনো নাট্যশিল্পী, আবার কখনো রাজমিস্ত্রি।

১৯৮৮ সালে প্রথমবার ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অল্পের জন্য পরাজিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের নির্বাচনে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড

কাথুলী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বলেন, একরামুল ছিলেন একজন নির্লোভ ও মানবিক জনপ্রতিনিধি। মানুষের বিপদে তিনি পাহাড় হয়ে দাঁড়াতেন। তার ওয়ার্ডে তিনি প্রার্থী হলে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস পেত না। তার কাজ ও চরিত্র সত্যিই শ্রদ্ধার যোগ্য।

মেহেরপুরে উদীচী শিল্পিগোষ্ঠীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের আয়োজনে, মেহেরপুর জেলা সাধারণ সম্পাদকের কার্যালয়ে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭.৩০ টার সময় বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী’র ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি সুশীল চক্রবর্তী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে মূল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা সংসদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাঃ মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহিদুল ইসলাম কানন, আমজাদ হোসেন, সাবিনা খাতুন, মাহফুজ, রাজন, আঃ মতিন, রফিকুল ইসলাম, সজল, মনিরুল ইসলাম, আকিব সহ অনেকে।

মূল অনুষ্ঠানটি জেলা শিল্পকলা হলরুমে হবার কথা থাকলেও জাসাস নেতা বাকা বিল্লাহ (অ্যাডঃ কামরুল হাসান গ্রুপ)’র বাধা দেবার কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসন শিল্পকলা হলরুমে অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করেন নাই। সে কারণে ব্যপক পরিসরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয় নাই।

গাংনীতে ধানের শীষের কর্মীসভায় নেতকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নে ধানের শীষের পক্ষে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সাহারবাটি ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া ফুটবল মাঠে এ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে গ্রাম পর্যায়ের বিএনপি নেতাকর্মীদের সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে আয়োজিত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।

সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লা, মেহেরপুর জেলার কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মফিজ উদ্দিন, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, গাংনী উপজেলা জাসাসের সদস্য সচিব সুরেলি আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, সহ-সভাপতি রেজানুল ইমন, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান বকুল সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা হাজারো নেতাকর্মী।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহজ হবে না। সেজন্য সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ধর্মব্যবসায়ী একটি দল থেকেও সাবধান হতে হবে যাতে কেউ ভোটের বিনিময়ে জান্নাতের টিকিট বিক্রি করতে না পারে।

[redacted]

[redacted]

মুজিবনগরে জাকের পার্টির জনসভা ও র্যালি

জাকের পার্টির চেয়ারম্যানের নির্দেশে দেশব্যাপী জাকের পার্টি ও সকল সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসভা ও র্যালির অংশ হিসাবে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাকের পার্টির জনসভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকাল ৪ টায় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামে বাবুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মেহেরপুর জেলা জাকের পার্টির স্বেচ্ছাসেবক ফ্রন্ট সভাপতি নাজরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে জাকের পার্টির জনসভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন, জাকের পার্টির চেয়ারম্যান পীরজাদা আলহাজ্ব খাজা মোস্তফা আমীর ফয়সল মুজাদ্দেদী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাকের পার্টির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, ড. খাজা সায়েম আমীর ফয়সল মুজাদ্দেদী।

জনসভা ও র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা বিভাগের কৃষক ফান্ডের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন সিকদার, মেহেরপুর জেলা জাকের পার্টির সভাপতি সাইদুল আলম শাহিন, মেহেরপুর জেলা ছাত্র ফ্রন্ট সভাপতি কামরুজ্জামানসহ জাকের পার্টির মূল দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

মেহেরপুরে রেড ক্রিসেন্ট নির্বাচনে বিজন-বকুল প্যানেলের

মনোনয়ন উত্তোলন

মেহেরপুর জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও আলামিন বকুলের নেতৃত্বাধীন প্যানেল। গতকাল বুধবার দুপুরে তারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ প্যানেলে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জিনিয়াস স্কুলের প্রিন্সিপাল আলামিন বকুল। প্যানেলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন— নুর রহমান, আনোয়ারুল হক কালু, মাজাহারুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আবু সাইদ ও কাজী রুহুল আমিন।

মনোনয়নপত্র উত্তোলনের সময় উপস্থিত ছিলেন, প্যানেলের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। আসন্ন নির্বাচনে এ প্যানেলটি সংগঠনের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

চেক প্রতারণা মামলায় ব্যবসায়ীর ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১ কোটি ২ লাখ টাকার অর্থদণ্ড

চেক প্রতারণা মামলায় এক ব্যবসায়ীকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ কোটি ২ লাখ ৭৮ হাজার ৬০০ টাকার অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক ইমদাদুল হক এ রায় ঘোষণা করেন।

সাজাপ্রাপ্ত আাসামী হলেন, খুলনা দৌলতপুরের মোঃ সিরাজুল ইসলাম এর ছেলে মোঃ সাজেদুর রহমান সুমন।

মামলার সূত্রে জানা যায়, ব্যবসায়িক লেনদেনের অংশ হিসেবে আসামি

ভুক্তভোগীর কাছে উল্লেখিত অর্থের একটি চেক প্রদান করেন। কিন্তু ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর চেকটি পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার কারণে অনাদায়ী হিসেবে ফেরত আসে। পরবর্তীতে আইনগত নোটিশ পাঠানোর পরও অর্থ পরিশোধ না করায় ভুক্তভোগী আদালতে মামলা দায়ের করেন।

দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে Negotiable Instrument Act 1881-এর ১৩৮ ধারায় ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং চেকের সমপরিমাণ অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন, অ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান স্বপন ও আসামীর পক্ষে খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত বিষয়ে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার-প্রচারণার অংশ হিসেবে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক (ডিডিএলজি) পার্থ প্রতিম শীলের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান।

গ্রাম আদালত প্রকল্পের জেলা ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অংশীজনদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা তথ্য কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রতিদিন-এর সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন, ব্র্যাকের

জেলা সমন্বয়ক মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক বলেন, গ্রাম এলাকার ছোট ছোট বিরোধ বা সমস্যাগুলো আদালত বা পুলিশের শরণাপন্ন না হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। এজন্য সংশ্লিষ্টদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। যেসব ইউনিয়নে গ্রাম আদালতে মামলা কম হয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। সাধারণ মানুষ যাতে গ্রাম আদালতের সুফল সম্পর্কে জানতে পারে, সে জন্য প্রচারণা আরও বাড়াতে হবে।